



229887 - উপহার প্রদানরে কিছু ধরন সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসা, এগুলো কি হারাম ঘুষরে অন্তর্ভুক্ত হব?

প্রশ্ন

আমি সরকারি চাকুরজীবী একজন নারী। কর্মক্ষেত্রে আমার বেশে কিছু বান্ধবী আছেন। আমাদের মাঝে উপহার আদানপ্রদানরে হুকুম কী? হোক তা বয়ি উপলক্ষে কিংবা পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য? উল্লেখ্য, আমাদের মাঝে কোনো স্বার্থ নাই। আমাদের কটে অন্য কারো বস নয়। বরং আমরা সবাই একই মর্যাদার পদবীতে চাকুরি করি। আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত একজন মানুষ। সব কিছুতে বেশি ঘাটাঘাটি করি। উপহার আর ঘুষরে মাঝে পার্থক্য করতে পারি না। আমি এই প্রশ্নটিও করতে চাই: আমি মাঝে মাঝে চকলটে নিয়ে আসি। আমার বিভাগরে সকল নারী কর্মকর্তাকে স্টেট উপহার দি। আমি কি আমাদের মহলা বসকেও এই উপহার দিতে পারব? নাকি এটা জায়গে হব না? আমি এ প্রশ্নও করতে চাই: আমার মা প্রায় দুই বছর আগে মারা গছেন। তিনি যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন প্রায়ই আমরা চকলটে, মা'মূল বস্কুট বা এ জাতীয় কিছু নিয়ে যতোম। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে কয়েকবার টাকা-পয়সাও নিয়ে গিয়েছি এবং নার্সদেরকে দিয়েছি যাত করে তারা ভালোমত আমার মায়রে দেখশোনা করে। যদিও আমি সে সময়ে এক মুহুর্তরে জন্যও ভাবতাম না য়ে এটি ঘুষ। এখন আমার অতীতরে কথা স্মরণ করলে মনে হয় য়ে এটি ঘুষ। এ নিয়ে আমি অনুতপ্ত এবং আমলানতপ্রাপ্ত হতে চাই না। আমি যদি এই পাপ ছড়ে দি এবং অনুতপ্ত হই তাহলে আমার রব আমার তাওবা কবুল করার জন্য আমার উপর আর কী কী করা আবশ্যিক? আমার গত দুই বছরে নামায এবং রোযার কি কোনো সমস্যা হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

উপহার দয়ো মুস্তাহাব; যহেতু উপহাররে মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তরৈ হয় এবং মুসলমি ভ্রাতৃত্ববোধে দৃঢ় হয়।

আর ঘুষ হারাম বযি; যহেতু এর মাধ্যমে যুলুম করা হয়, অন্যরে অধিকার খর্ব করা হয় এবং স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সুতরাং এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট। কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসার কারণে তাকে উপহার প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ব্যক্তি ঘুষ প্রদান করে যাত করে সে তার অধিকার নয় এমন কিছু অর্জন করতে পারে অথবা নিজরে কোনো অধিকার



বাতলি করতে পারে।

আর চাকুরজীবীদের যে উপহার দেওয়া হয় স্টেট যদি কর্মক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার কারণে প্রদান করা হয়, যমেন: সে যদি বস বা বচিরক হয়, তাহলে এমন উপহার দেয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি প্রদান করতে নষিধে করছেন। কারণ এই উপহার বস অথবা বচিরকরে নকৈট্য অর্জনের জন্য উপহারদাতার একটি মাধ্যম হতে পারে। ফলে পরচালক তার প্রতি পক্ষপাতত্ব করবে এবং এমন কিছু তাকে দিয়ে দিবে যা পাওয়ার অধিকার তার নই।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, একজন চাকুরজীবী কর্মক্ষেত্রে তার বান্ধবীকে যা প্রদান করে স্টেট উপহার; ঘুষ নয়। কেননা এটির কারণ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। যাকে উপহার দেওয়া হলো তার এমন কোনো কর্তৃত্ব নই যার দ্বারা তার পক্ষ থেকে উপহার প্রদানকারীর প্রতি পক্ষপাতত্ব করার আশা করা যায়। অন্যদিকে বসকে প্রদত্ত উপহার ঘুষ কথিবা ঘুষের মাধ্যম। কারণ চাকুরজীবী নারীদের উপর পরচালকের ক্ষমতা আছে। এই উপহার তার কিছু সন্ধিধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বধিায় (139393) নং ফতোয়াটি পড়ুন।

তবে যৎসামান্য বিষয় (যমেন: চকলটে বতিরণ) মানুষ স্বাভাবিকভাবে করে থাকে। তারা এটাকে ঘুষ মনে করে না। বিশেষতঃ যদি বসকে বিশেষভাবে কিছু না দিয়ে সকল কর্মচারীর মাঝে বতিরণ করা হয়। সকলকে দেওয়া হলোও বসকে না দেওয়া হয় কোনোভাবে উচিত হবে না এবং খুবই বমোনান হবে!!

দুই:

চকিত্বিক অথবা নার্সকে রোগী বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো উপহার দেওয়া উচিত হবে না। কারণ এতে করে নার্স ঐ রোগীকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলস্বরূপ অন্য সব রোগীকে কম গুরুত্ব দেয়। কখনো এমন হয়ে যায় যে ঐ নার্সকে এই উপহার না দিলে সে রোগীদের প্রতি তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে না।

তবে সামান্য বিষয়গুলো এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা যায়। যমেন: চকলটে ও অন্যান্য বিষয় সাধারণত মানুষ যা সহিষ্ণুভাবে দেখে।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমাহুল্লাহু তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

‘চকিত্বি করার পর ডাক্তারকে উপহার হিসেবে যা দেওয়া হয় স্টেটের বধিান কী? এটি কি বধিে তথা জায়যে; নাকি হারাম?’

তিনি উত্তর দনে: “যদি ডাক্তার সরকারী হাসপাতাল অথবা সরকারী ক্লিনিকে চাকুরি করে তাহলে তাকে কিছু দেওয়া যাবে না।

কিন্তু, যদি কাজ শেষ করার পর কোনো রকমের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়া দেওয়া হয় তাহলে সম্ভবত কোনো সমস্যা নই।

কিন্তু এটি ত্যাগ করাই নিরাপদ। এমনকি যদিও চকিত্বিসার পরে এটি দেওয়া হয়। কারণ ভতের থেকে সে এর সাথে খাপ খয়ে



যতে পারবে। তখন তাকে বেশি গুরুত্ব দাবে, আর অন্যদেরকে অবহেলা করবে। আমার দৃষ্টিভিঙগি হিচ্ছ তাকে কছিই না দোয়া; এমনকি চিকিৎসা শেষে হওয়ার পরেও। যাতে করে এই পথ রুদ্ধ করে রাখা যায় এবং নানারকম কৌশল রুখে দোয়া যায়। অতএব, তাকে কোনেও কছি দোয়া উচতি হবে না। বরং তার জন্য দোয়া করবে। তার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ যনে তাকে তৌফিকি দান করনে এবং সাহায্য করনে। এবং এভাবে বলবে: জাযাকাল্লাহু খাইরা (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতদিন দনি)। আমরা এই ভালো কথার মাধ্যমে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য ও তৌফিকি প্রার্থনা করছি।”[সমাপ্ত][নূরুন আলাদ্দারব: (১৯/৩৮০-৩৮১)]

ইতঃপূর্বে এই ওয়েবসাইটে (83590) নং ফতোয়ায় বর্ণনা করা হয়েছে যে: চাকুরি করার কারণে চাকুরিজীবীদেরকে মানুষদের উপহার প্রদান করা জায়যে নহে।

যদি মুসলমি কোনেও হারাম কাজ করে অথচ সে জানে না যে এটি হারাম তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনেও পাপ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা (পাপ হবে); আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব: ৫]

এই বধিান যে জানে না সে ইচ্ছাকৃত পাপ করনে। এটি আপনার পূর্ববর্তী ইবাদত তথা নামায ও রোযাকে প্রভাবতি করবে না। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে সুদ খয়েছে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“প্রভুর কাছ থেকে উপদেশে আসার পর কটে যদি (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হয় তাহলে আগে যা (নেওয়া) হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার বসিয়টি (ফয়সালার ভার) আল্লাহর কাছে (ন্যস্ত থাকবে)। আর যারা ফরিে যাবে (অর্থাৎ পুনরায় সুদ খাবে) তারা জাহান্নামেরে অধবাসী হবে, সেখানে তারা চরিকাল থাকবে।”[সূরা বাকারা: ২৭৫]

হে আল্লাহর বান্দী! জনে রাখুন, আপনি যা উল্লেখ করছেন তার সাথে আপনার ইবাদত এবং আনুগত্যেরে কোনেও সম্পৃক্ততা নহে; হোক সটে নামায, রোযা, যাকাত অথবা অন্য কছি। হোক সটে আপনার দ্বারা সংঘটিতি বধে কথিবা হারাম কাজ। আপনি যে আমলই করনে না কনে, অন্য কোনেও ভুল করার কারণে সটে নিষ্ট হবে না। তাহলে যখনে আপনি ভুল করার সময় সটে ভুল হিসেবে জানতনেই না সটেরি ক্বতেরে কী করে হয়? আর যদি বসিয়টি বাস্তবে বধে-ই হয়ে থাকে, কোনেও ভুল না হয়ে থাকে, সটেরি ক্বতেরে কী করে হতে পারে?!



আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপদেশে দাবি সটেছিলো: আপনি এই সমস্ত ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) থেকে পুরোপুরি মুখ ফরিয়ে নবিনে। আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাইবনে। এগুলোর দিকে ফিরিও তাকাবনে না। এগুলোকে পরোয়া করবনে না। এগুলো যখন আপনাকে পয়ে বসবে তখন আপনার দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দবি।

আমাদের ওয়েবসাইটে ওয়াসওয়াসা এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে বহু উত্তর রয়েছে, সেগুলো দেখা এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অনুরোধ রইল। আমরা আপনাকে এ পরামর্শও দবিনে, আপনি নিরিভরযোগ্য কোনো বিশিষজ্ঞ ডাক্তার দেখাবনে। কারণ উভয় প্রকার চিকিৎসার মাঝে সমন্বয় ঘটালে তথা জ্ঞানগত, আচরণগত ও ঈমানী চিকিৎসার সাথে সাথে বস্তুগত ডাক্তারি চিকিৎসার সমন্বয় ঘটালে আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং ওয়াসওয়াসার অবসাদ থেকে আপনাকে নসিতার দবিনে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।